দেশভাগের প্রভাবে ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটচিত্র

(Impact of Partition in India : socio-political, Economic & Caltural Aspects)

সংরক্ষক : ড. শুকদেব ঘোষ

সম্পাদক: ড. বিপুল মণ্ডল | রণিত মণ্ডল

দেশভাগের প্রভাবে ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটচিত্র

Srikrishna College

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্
শ্রীকৃষ্ণ কলেজ
SRIKRISHNA COLLEGE

দেশভাগের প্রভাবে ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটচিত্র

(Impact of Partition in India: Socio-political, Economic & Cultural Aspects)

সম্পাদনা

বিপুল মণ্ডল

রণিত মণ্ডল

শ্রীকৃষ্ণ কলেজ

বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

DESHBHAGER PROVABE BHARATER SAMAJIK
RAJNAITIK ARTHANAIRIK O SANSKRITIK PATACHITRA
(Impact of Partition in India: Socio-political, Economic & Cultural Aspects).
A Collection of the articles in the light of Communal Riot due to Partition
Edited by: Bipul Mandal & Ranit Mandal

গ্রন্থসত্ত্ব: ড. শুকদেব ঘোষ, অধ্যক্ষ,
শ্রীকৃষ্ণ কলেজ

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০২৫

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত
এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোভাবে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি স্বত্বাধিকারীর বা প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিত করা যাবে না। গ্রাফিক ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব এমন তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার যে কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিলিপ করা যাবে না। টেপ, ডিস্ক, পারফোরেটেড মিডিয়া বা যান্ত্রিকভাবে সংরক্ষিত রাখা তথ্যের পুনরুৎপাদন করা যাবে না। অন্যথায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংরক্ষক :
ড. শুকদেব ঘোষ, অধ্যক্ষ, শ্রীকৃষ্ণ কলেজ
বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

প্রকাশক :
শ্রীকৃষ্ণ কলেজ পাবলিসার্স
বগুলা, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. রাজীব সিন্হা, সমন্বয়কারী, প্রকাশক

প্রিন্টেট ও ডিস্ট্রিবিউটর:

AMITRAKSHAR PUBLISHERS
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534

Typeset in Avro Bangla Keyboard

ISBN: 978-81-968753-1-2

মূল্য : চারশত টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা	vii	
বাংলা কথাসাহিত্যে দেশভাগ ও নারী জীবন	১	শুকদেব ঘোষ
আগুনপাখি : এক অন্তঃপুর নারীর দেশভাগের গল্প	৪৫	অধ্যাপক নাড়ুগোপাল দে
দেশভাগ ও বাংলা ছোটগল্পে নারীর রূপান্তর	৭৪	মহুয়া ঘোষ
দেশ ও কালের ভাঙ্গা গড়ায় ইলিয়াসনামা	১০০	দেবব্রত কুমার দে
কবিকঙ্কণ মুকুন্দের দেশত্যাগ ভাবনা	১০৮	ভবেশ মজুমদার
নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে : দেশভাগ ও উদ্বাস্তু মানুষের বেদনার্ত কণ্ঠস্বর	১২০	বিপুল মণ্ডল
প্রফুল্ল রায়ের রাজা আসে রাজা যায় : দেশভাগের বিপন্নতার গল্প	১৪০	মনোজ মণ্ডল
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' : দেশভাগের গল্পে সমাজ বাস্তবতার ঐতিহাসিক দস্তাবেজ	১৫০	তারক নাথ চট্টোপাধ্যায়
ভাগ হয় নি কো রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-অন্নদাশঙ্কর	১৬৯	তপন কুমার বালা
দেশভাগের শোণিতধারায় বাংলা সাহিত্যের নিরপেক্ষতা সন্ধান	১৮৬	পিন্টু রায় চৌধুরী
মানুষের ঘড়বাড়ি-অপরাজিত জীবনের আখ্যান	২০২	পৌলমী রায়
দেশভাগের যন্ত্রণায় যোগেন মণ্ডল	২১০	সঞ্জয় রায়
হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' দেশভাগের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি	২১৬	পুলকেশ মণ্ডল
ঈপ্সিত দেশভাগের স্বপ্ন মেদুরতা থেকে অবসাদ, অবসাদ থেকে আর একটি দেশভাগের লড়াই : চিলেকোঠার সেপাই	২৪১	রজত দাস
দেশভাগের প্রেক্ষাপটে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প 'কাফের'	২৫২	রাজশেখর নন্দী

বাংলা কবিতায় দেশভাগ	২৬২	স্বরূপ দে
দেশবিভাগের প্রেক্ষিতে সংবেদনশীল আলোচনা	২৭৬	ব্রততী রাণী মাইতি সাহু
দেশভাগ ও ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’	২৮৫	দেবাঞ্জনা সাধুখাঁ
সাহিত্যের গর্ভে ইতিহাসের সত্য ও যন্ত্রণার আখ্যান : প্রেক্ষিত দেশভাগ	২৯২	সুমন দাস
Role of Riots and subjugation of Women During the Partition of India: A Study of Saadat Hasan Manto's Four Partition Narratives– "Mozail", "Bitter Harvest", "The Dutiful Daughter" and "The Girl From Delhi"	৩০৪	Anuja Laha
Development of Secondary Education after the Partition of India	৩১৯	Tapasi Howlader
Literature through Cinema: Unveiling the Plight of Women and Socio-Political Unrest of Partitioned India	৩৩১	Priyanka Bhardwaj
Ritwik Ghatak's 'Meghe Dhaka Tara'– Study of the rise of new woman in Post-partition Bengal	৩৪৩	Sudipta Kr. Paul
Women’s experiences during the partition of india: Reading Bapsi Sidhwa’s ice-candy man (1988) and Bhisham Sahni’s tamas (1973)	৩৫৩	Alipsa Sarkar
Reviewing the narratives of ‘culinary citizenship’ and ‘gastro-nostalgic’ encounter in the context of the borders and the partition in delhi and kolkata	৩৬৪	Ms. Namrata Chowdhury
লেখক পরিচিতি	৩৭৭	

উৎসর্গ

দেশহারা বিপন্ন মানুষের

কর কমলে

ভূমিকা

দেশভাগ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘পার্টিশন’। দেশভাগের মধ্যে ভৌগোলিক বিভাজনের যে সূত্র রয়েছে ‘পার্টিশন’ শব্দটিও তেমনই এক ঔপনিবেশিক ক্ষমতা প্রকল্পিত শব্দ। সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ভাবনা পরিসরে নিরন্তর ও উপর্যুপরি ভাঙনের ঈশারা লেগে রয়েছে এই বিজাতীয় শব্দে; ক্রমশ তা অন্তর্গত হয়েছে বাংলা শব্দভাণ্ডারে। পঁচাত্তর বছর পরেও ইতিহাসের প্রত্যক্ষতা থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে শব্দটির ব্যবহার আজও বিচিত্রগামী ও বহুমাত্রিক। নতুন প্রজন্মের কাছে ‘পার্টিশন’ শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে এসেছে-আজও আসছে। ফলে দেশ-রাষ্ট্র-নাগরিকত্বের জটিল আবর্তে আখ্যানের প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পার্টিশন স্থানুবৎ চিত্রার্পিত আখ্যান হয়ে থাকেনি-রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতির অভিজ্ঞতায় তা পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে, গড়ে তুলেছে ভিন্ন ভিন্ন বিম্ব-প্রতিবিম্বের দ্যোতনা। বাংলার দেশভাগ বা পার্টিশন আখ্যানকে কালাতিক্রমী বৃহত্তর আখ্যানকল্পের অনুষঙ্গে দেখতে চাওয়ার অভীপ্সা উত্তর প্রজন্মের কাছে এর দায়-কারণ সেই ইতিহাসের কাল-মুহূর্ত তার স্পর্শের বাইরে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ ও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময় বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে উত্তর প্রজন্মকে খুঁজে চলতে হয় সেই আখ্যানকল্প। দুই বাংলার এই অনুসন্ধান ও বয়ানের চরিত্র পৃথক-যদিও একই ভাষিক পরিসর। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের আখ্যানভূমিতে একই ইতিহাসের দুরকম সত্য প্রতিবিম্বিত হয় দুটিই সত্য। স্বাধীনতার বৈচিত্র্যময় তাৎপর্যের কথা বলে। ক্ষমতার সঙ্গে বিচিত্র সংলাপে বহুকৌণিক স্বরের উদ্গম ঘটায় নিরন্তর। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় ‘দেশভাগ’ চর্চার আন্তর্জাতিক পরিসরে নীরব থাকে বাংলা আখ্যানের এই বৈচিত্র্যময় স্বরাঘাত। ভাষাই এখানে সমষ্টির পরিচায়ক, ভাষাই রাষ্ট্র নির্মাণের সোপান, ভাষার পরিচিতি নিয়েই সে নাগরিক ঐক্য, সম্প্রীতির গল্পকথা বুনে চলেছে।

মানব সম্প্রদায়ের বন্ধন সূত্র এক নয়-একাধিক। রাষ্ট্রীয় একতার চেয়েও সেখানে ভাষা এবং ধর্মের বন্ধন মানুষকে জালের মতো জড়ায় বেশি। ভাষা ও ধর্মের স্বাতন্ত্র্যে মানুষ নিজেকে চিহ্নিত করে খুব স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াতেই। রাষ্ট্রীয় আনুগত্য কখনই ধর্ম ও ভাষার আনুগত্যের থেকে বড়ো হয়ে উঠতে পারে

না। এ কারণেই বারবার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে রাষ্ট্রের নাগরিক। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি বিরাগ পোষণ করে, এক ভাষাগোষ্ঠী ভিন্ন সংস্কৃতির ভাষাগোষ্ঠীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা হারিয়ে ফেলে।

এই মানবীয় ট্রাজেডির এক মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট এবং ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। সত্যিই এই পরিস্থির অসংগতি চোখে পড়ার মতো। যুদ্ধ হয়েছিল ভারতীয় জনগণের সাথে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের। কিন্তু ভারত উপমহাদেশ দু-টুকরো হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে নতুন জন্ম নিলো ভারত ও পাকিস্তান নামে পৃথক রাষ্ট্র। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত বৎসরকাল আগে থেকেই এবং স্বাধীনতার পরবর্তী অন্তত দুই দশক ব্যাপ্ত করে অবিরাম পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত থেকেছে হিন্দু ও মুসলমান। এই শত্রুতা সম্পর্কের এখনো সম্পূর্ণ নিরসন হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'দেশভাগ' এক জটিল আবর্ত।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে সে রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশ-বিভাগের সম্ভাবনার স্রষ্টা ভারতীয়রাই। ব্রিটিশ শাসক ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানের মনের এই ভেদ-ভাবনাকে নিজেদের স্বার্থে লালন করেছে। কিন্তু যদি এই ভেদবুদ্ধি ভারতীয়দের মনেরই অংশ না হত তাহলে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও নীতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে ধর্মীয় বিভেদজনিত রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটতে পারতো না।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দু ও মুসলিম সমস্যার বাস্তব চিত্রটি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। আর তার ফলেই একটি দেশের দু-ভাগ নয়, তিন ভাগ হওয়া, তারই ফলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের দ্বিখণ্ডিত দুই প্রান্তের মধ্যে আনাগোনার কোনো সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায় আর থাকল না। তারই ফলে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রিক বিভাজন হয়ে উঠলো মানববিধ্বংসী নিষ্ঠুরতার চালচ্চিত্র। পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে হাজার হাজার মানুষ পূর্ব-পুরুষদের বাসভূমি ত্যাগ করে, নিজেদের সহায় সম্বল সবকিছু রেখে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে অজানা অচেনা অঞ্চলকে স্বধর্মের নিরাপদভূমিতে উদ্বাস্তু হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তাদের না ছিল নির্দিষ্ট বাসস্থান না ছিল ঠিক সময়ে সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া।

উদ্বাস্তু হয়ে আসার ফলে তাদের অর্ধাহারে অনাহারে কাল যাপন করতে হয়েছে। তাদের নিজের ভূমি ত্যাগের মধ্যে কোনো মহিমা ছিল না। নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে পশুর মতোই ছিল সেই স্থানান্তরে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়ার বাধ্যতা। দুই মুখেই প্রবাহিত পুঞ্জির ঘৃণা আর বিরূপতার স্রোত আবৃত করেছিল মানবতাবোধকে।

দেশভাগ মানুষের জীবনকে উদ্বাস্তু ও ছিন্নমূলে পরিণত করেছে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের বিভাজন বাঙালি জাতির জীবনে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় সংকটে পর্যবসতি করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালি অংশগ্রহণের বিনিময়ে পেয়েছে ছিন্নমূল পরিণতির দেশত্যাগের বেদনা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য সবচেয়ে বেশি মাশুল গুণতে হয়েছে বাঙালিকেই। বাংলাদেশ ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দোৎসবে মাতোয়ারা তখন বাঙালি ভিটেমাটি ছেড়ে পলায়নে ব্যস্ত থেকেছে। রাতের অন্ধকারে হাতে করে যতটুকু সম্বল নেওয়া যায় তা নিয়ে মানুষ স্বভূমি ত্যাগ করে নিশ্চিত আশ্রয়ের খোঁজে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অথবা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে। যে বাঙালি দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন দিয়েছে, রাজনীতির জটিল ঘটনাবর্ত সেই বাঙালিকে সর্বহারা করে ভিখিরি বানিয়ে দিয়েছে।

দেশভাগের এই অস্থিরতাকে নিয়ে অনেক উপন্যাস, ছোটগল্প, স্মৃতিকথা, নাটক এবং কবিতার আধারে শিল্পিত করার দায় অনুভব করেছেন অনেক সাহিত্যিকই। বাংলা সাহিত্যে দুই বাংলা মিলিয়ে এই সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে যে সকল সাহিত্য রচিত হয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থটিতে সেই দেশভাগের ট্রাজেডি অবলম্বনে রচিত সাহিত্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে। দেশভাগকে কেন্দ্র করে মোট পঁচিশ জন প্রাবন্ধিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের জীবন যন্ত্রণার বাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কলেজের পাবলিকেশন সেল এর আহ্বায়কদ্বয়ের উদ্যোগে দুই বাংলার সাহিত্য নিয়ে 'দেশভাগের প্রভাবে ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটচিত্র' (Impact of Partition in India: Socio-political Economic & Cultural Aspects) শীর্ষক শিরোনামে গবেষণাধর্মী পঁচিশটি প্রবন্ধ সংকলিত গ্রন্থে আত্মপ্রকাশ হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যের প্রয়াসে দেশ-বিভাজন থেকে ভাষা আন্দোলন, তেভাগা ও নকশাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের বিরাট ব্যাপ্তিকে

অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের পর্যালোচনা গ্রন্থটির মধ্যে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. শুকদেব ঘোষ মহাশয়। তাঁর প্রেরণা আমাদের লক্ষে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। কলেজ পরিচালন সমিতি সভাপতি মাননীয় শ্রী অনুপকুমার ভদ্র মহাশয়ের উৎসাহ এবং সুপরামর্শ আমাদের চলার পাথেয়। তাঁরা আমাদের কর্মের প্রেরণা দাতা। শ্রীকৃষ্ণ কলেজের ৭৫তম বছর তথা প্লাটিনাম জুবিলির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ লাভ করতে চলেছে। উদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া গ্রন্থকর্ম আলোর মুখ দেখে না। 'শ্রীকৃষ্ণ কলেজ'-এর কর্ণধার ড. শুকদেব ঘোষ পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর উদার ব্যক্তিত্ব এবং সহৃদয়তায় আমরা মুগ্ধ। তাঁর সুষ্ঠ সুন্দর প্রয়াস অতি দ্রুত গ্রন্থটিকে পাঠক মহলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে।

এই গ্রন্থটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আগ্রহীজনের ভালো লাগলে শ্রম সার্থক হবে। এই ধারায় আলোচনা, গবেষণা নিরন্তর চলতে থাকুক এটাই কামনা।

নমস্কারান্তে-

২৫ জানুয়ারি ২০২৫ **বিপুল মণ্ডল**

শ্রীকৃষ্ণ কলেজ **রণিত মণ্ডল**

বগুলা, নদীয়া

দেশভাগের প্রভাবে ভারতের সামাজিক
রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটচিত্র

Srikrishna College

Published by:

Srikrishna College Publishers
Bagula ★ Nadia ★ West Bengal
India ★ Pin-741502
website: www.srikrishnacollegebagula.ac.in

Printed and Distributed by:

AMITRAKSHAR PUBLISHERS
AN ISO 9001:2015/QMS/092020/19534
website.: www.amitrakshar.co.in
Email.: amitraksharpublishers@gmail.com
Office: 1/199, Jodhpur Park, Gariahat Road, Kolkata - 700068

Price: ₹ 500.00

ISBN: 978-81-968753-1-2

Copyright (©): Editor